সংবাদ

তারিখ ... 17 AUG 1996
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... 2

যশোরের জনদাবি

চাই বিশ্ববিদ্যালয়

॥ রুকুনউদ্দৌলাহ ॥

যশোরে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি জানানো হচ্ছে দীর্ঘদিন আগে থেকে। দাবি নিয়ে যে উপরিমহলে নাড়া পড়েনি তা নয়। এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। জায়গা-জমি দেখা হয়েছে; কিন্তু হবো হবো করেও আর তা হয়নি।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের শাসনামলে যশোরে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টি একপ্রকার চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। শহরের সন্নিকটে পুলেরহাট এলাকায় জায়গা-জমিও দেখা হচ্ছিল। কিন্তু ঘাতকের বুলেটের আঘাতে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে শহীদ হবার পর বিষয়টি সেখানেই থেমে থাকে। এরপর জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জন্যে আর একবার জনদাবি তীব্র হয়ে ওঠে। সে সময় পুরনো ফাইল নাড়া পড়ে। আবারো সেই তামাশা, জায়গা-জমি দেখার কাজ শুরু হয়। সেবার উপশহর পাঁচবাড়িয়া এলাকায় স্থান নির্বাচন প্রায় চূড়ান্ত হয়ে যায়। যশোরবাসী আশান্বিত হয়েছিল; কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান ক্ষমতার অপব্যবহার করে তা কেটে নিয়ে যান তাঁর নিজ জেলা কুষ্টিয়ায়। পরবর্তীতে এই এলাকায় আরো একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে এবং সেটি খুলনায়। কিন্তু ভৌগোলিক ও পরিবেশগত কারণে খুলনা বিভাগের যশোরেই একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি এই এলাকায় সর্বপ্রথম ওঠে। কিন্তু এক্ষেত্রে উপরিমহল কোন যুক্তিকেই তোয়াক্কা করেনি।

খুলনা বিভাগের বৃহত্তর খুলনা, কুষ্টিয়া ও যশোর জেলার কেন্দ্রস্থল হলো এই যশোর। বিভাগের যে কোন প্রান্তবিন্দু থেকে মাত্র দেড় ঘন্টার সড়ক যাত্রায় যশোরে পৌঁছানো সম্ভব। যশোর শহরটি চারদিক থেকে ৭টি উন্নত প্রথম শ্রেণীর সড়ক দ্বারা সংযুক্ত। এছাড়া বিমান পথের সুউন্নত যোগাযোগ থাকায় শহরটি দক্ষিণবঙ্গের প্রবেশদ্বার বলে সুধীমহল তথা সারা দেশসবাসীর কাছে সুপরিচিত। রেল যোগাযোগ সুদূর উত্তরবঙ্গের সঙ্গে শহরটির সুচারু বন্ধন উল্লেখযোগ্য। যশোরের মাটি শক্ত পাললিক শিলায় গঠিত বলে এখানে ভবন নির্মাণ ব্যয় অনেক কম। লবণাক্ততা না থাকায় এখানে ভবন দীর্ঘস্থায়ী হয়। এখানকার পানি সুপেয় ও স্বাস্থ্যকর।

যশোরের পরিবেশ স্বাস্থ্যকর, শিল্পাঞ্চলীয় গোলযোগবিহীন এবং দূষণমুক্ত। কোন প্রকার রাজনৈতিক কিংবা দলীয় বা উপদলীয় গোলযোগের কারণে এ জেলার শিক্ষাঙ্গনের পাঠ পরিবেশ বিঘ্নিত হয়নি কোনদিন।

যশোরবাসীর বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবির আন্দোলন কোনদিন থেমে থাকেনি। জেলাবাসীর যুক্তিনির্ভর দাবি আদায়ের আন্দোলনের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন যশোর উন্নয়ন পরিষদ বিগত সরকারের আমলেও দাবি তোলে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ঐ জনদাবিটি গুরুত্ব পায়নি একটুও। যশোর উন্নয়ন পরিষদ বর্তমান গণমুখী সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে যশোরবাসীর দীর্ঘদিনের দাবিটি নিয়ে আবারো সোচ্চার হয়েছে। গণমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনার যাত্রাপথে যশোরে বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপন করে সরকার একটি মাইল ফলক সংযোজন করবে- এ আশাবাদ ব্যক্ত করেছে যশোর উন্নয়ন পরিষদ।